(ক) সংজ্ঞা উদাহরণ সহ

(১) আদি-মধ্য-অন্ত্য স্বরাগম ঃ

আদি স্বরাগম—ধ্বনির আগমনকে স্বরধনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দের মধ্যে অবস্থান হয় তিন প্রকার—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। এই সূত্র অনুযায়ী স্বরধ্বনির আগমনকে আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম ও অন্ত্য স্বরাগমে বিভক্ত করা হয়।

সাধারণভাবে শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণের সৌকর্যের জন্য তার আগে স্বরধনি আনা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আগমনকে আদি স্বরাগম বলা হয়। যেমন—

স্কুল > ইস্কুল (ই-র আগমন)
স্টেবল > আস্তাবল (আ-র আগমন)
স্ত্রী > ইস্ত্রিরি (ই-র আগমন)

মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি—যুক্ত ব্যঞ্জনের অর্থ হল একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝে কোন স্বরধ্বনি না থাকা এবং ধ্বনিগুলোর যুক্ত উচ্চারণ। এই জাতীয় যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণ কষ্টকর। তাই উচ্চারণের ভার কমিয়ে দেবার জন্য এবং তাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলোর মধ্যে স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে মধ্যস্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলা হয়। যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলো স্বরধ্বনি আসার ফলে বিচ্ছিন্ন হয় যায় বলে এই জাতীয় প্রক্রিয়াকে বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন—
মুক্তা > মুকুতা

'মুক্তা' শব্দটির বর্ণ বিশ্লেষণে পাওয়া যায়

ম্ + উ + ক্ + ত্ + আ — এখানে 'ক' কোনো স্বরধ্বনি পায়নি বলে পরবর্তী 'ত্'-এর সঙ্গে মিলে 'ক্ত' এই যুক্ত বর্ণটির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যদি 'মুকুতা' শব্দটিকে ভাঙা যায় তাহলে দেখা যায়—ম্ + উ + ক্ + উ + ত্ + আ — এখানে ক্ ও ত্ এর মাঝে 'উ' এসে ক্-কে ত্ থেকে আলাদা করেছে। উ-কারযুক্ত 'ক্' একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে যায়। দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনির এই আগমনই স্বরভক্তি নামে খ্যাত।

অন্ত্য স্বরাগম—বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে সাধারণতঃ কোন যুক্ত ব্যঞ্জনে স্বর ব্যতীত থাকে না। অর্থাৎ শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনের পরে কোন না কোন স্বর অবশ্য থাকে। যেখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন স্বর নেই, সেখানে ও শেষে 'আ' বা 'ও' উচ্চারিত হয়। এই রকম শব্দ বাংলা ভাষায় উচ্চারণের সময় শব্দের শেষে অনেক সময় স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। একে অন্ত্য স্বরাগম বলে।

যেমন—
বেঞ্চ > বেঞ্চি
গিল্ট > গিল্টি

RAMSADAY COLLEGE
AMTA, HOWRAH, PIN-711 401

Scanned with CamScanner